Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রিযিক

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:ঐশী আক্তার রাত্রী

রোলঃ 2280203472309

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রিযিক

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:ঐশী আক্তার রাত্রী

রোলঃ 2280203472309

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রিযিক " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা:ঐশী আক্তার রাত্রী, আইডিঃ 2280203472309 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রিযিক " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঐশী আক্তার রাত্রী

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মোছা:ঐশী আক্তার রাত্রী

আইডিঃ 2280203472309

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

• ভূমিকা (Introduction)....................5
• আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রিযিক দাতা:....................6
• রিযিকের প্রকারভেদ (Types of Rizq in Islam):....................7
• নির্ধারিত রিযিক ও উপার্জিত রিযিক:....................9
তাকদীর ও রিযিক....................11
তাকদীর + চেষ্টা উভয়ই জরুরি....................12
কাজ+আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল+সবর = সফলতা।....................13
রিযিক অর্জনের উপায়:....................14
রিযিক বৃদ্ধির উপায়:....................16
রিযিক কমে যাওয়ার কারন:....................25
আধুনিক সময়ে রিযিকের বাস্তবায়ন:....................31
রিযিকের মাধ্যমে তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি অর্জনের ধাপ সমূহ:....................34
কিছু প্রস্তাবনা:....................37
প্রত্যাশিত ফলাফল হিসেবে--....................41
উপসংহার:....................42
Reference/তথ্যপুঞ্জি....................44

• ভূমিকা (Introduction)

ইসলামী পরিভাষায় রিযিক বলতে বোঝায় - আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সৃষ্ট জীবের জন্য নির্ধারিত জীবনধারনের উপকরণ। রিযিক হলো সেই সব বস্তু, উপকরণ বা সুযোগ সুবিধা যা মানুষ বা অন্য কোন জীব উপভোগ করে এবং যার মাধ্যমে সে তার জীবন ধারণ করে ও উপকৃত হয়।

শুধু খাদ্য বা অর্থের নাম রিযিক নয়, বরং আল্লাহর দেওয়া প্রতিটি অনুগ্রহ — যেমন : সুস্বাস্থ্য, জ্ঞান, সন্তান, সম্মান, নিরাপত্তা, সময়, ভালোবাসা — সবই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত।

রিযিক সম্পর্কিত কুরআনুল কারীমে বহু আয়াত রয়েছে, যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে রিযিক কেবল তাঁর পক্ষ থেকেই আসে; তিনি যাকে ইচ্ছে অল্প দেন, যাকে ইচ্ছে বেশি দেন।

নিচে রিযিক সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ আয়াত তুলে ধরা হলো—

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَي اللهِ رِزْقُهَا

"পৃথিবীতে এমন কোন জীব নেই যার রিযিক আল্লাহর দায়িত্বে নেই।" (সূরা হুদ: ০৬)

ٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“আল্লাহ যাকে ইচ্ছে অগনিত রিযিক দেন।” (সূরা আনকাবুত: ৬২)

وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“যে আল্লাহ কে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য বের হওয়ার পথ তৈরি করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে রিযিক দেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।” (সূরা আত-তালাক: ২-৩)

এছাড়াও অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রিযিক সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন। এ আয়াতগুলো দ্বারা আমরা বুঝতে পারি— আল্লাহর রিযিক শুধু দান নয়, বরং তাঁর দয়ার প্রকাশ।

আলহামদুলিল্লাহ্! তিনিই তো আর-রহমান, তিনিই আর-রাজ্জাক।

• আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রিযিক দাতা:

তিনি তাঁর বান্দার জন্য রিযিক নির্ধারণ করে রেখেছেন। সেটা কামাই করা বা উপার্জন করা বান্দার দায়িত্ব। অনেক সময় বান্দা কোন কিছু না করেও রিযিক প্রাপ্ত হয় — এটি বান্দার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

একটি সন্তান তার মায়ের গর্ভে আসার সময়ই তার রিযিক লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুর মতো, ব্যক্তির রিযিকও তাকে খুঁজে বেড়ায়। মানুষের দুনিয়ায় যতদিন রিযিক আছে, ততদিন সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে। নির্ধারিত রিযিকের সময়টুকু শেষ হয়ে গেলে কেউ আর বাঁচতে পারে না।

তদ্রূপ, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে অনুগ্রহ ও খাদ্য রিযিকে রেখেছেন। বান্দা যদি তা সংযমের সাথে ব্যবহার করে, তবে সে দীর্ঘদিন তা ভোগ করতে পারবে; কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ করলে সেটিই একসময় তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

ফলস্বরূপ, হার্টের অসুখ, ডায়াবেটিস, এলার্জি ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়।

মৃত্যুর সময় যদি নিকটবর্তী হয় অথচ রিযিক বাকি থাকে, তাহলে মৃত্যুর পূর্বে সে তুলনামূলকভাবে বেশি খায়। আর যদি রিযিক শেষ হয়ে যায়, কিন্তু হায়াত বাকি থাকে, তাহলে মৃত্যুর পূর্বে তার খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। বান্দার জন্য প্রতিটি রিজিক নির্ধারিত রেখেছেন মহান রব।

• রিযিকের প্রকারভেদ (Types of Rizq in Islam):

ইসলামী চিন্তায় রিযিক কে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

i) দুনিয়াবী বা জাহিরী রিযিক:

বান্দার দেহ সত্তার খোরাক যোগাতে মানবদেহের প্রয়োজন মেটাতে ও দুনিয়ার প্রয়োজনাদী মেটায়। যার উদ্দেশ্য মানুষের শারিরীক সক্ষমতা ঠিক রাখা, সুস্থ সবল কর্মক্ষম রাখা ও দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করা। যেমন:

√খাদ্য, পানীয়
√বাসস্থান, অর্থ সম্পদ
√ পোশাক
√ বিভিন্ন ধরনের জীবিকা, চাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য,
জায়গা জমি, ইত্যাদি ।

আল্লাহ তাআলা সূরা মূলকের ১৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন: "তোমরা পৃথিবীতে চলাফেরা করো এবং তার রিযিক থেকে আহার করো।”

ii) আধ্যাতিক বা বাতিনী রিযিক:

বান্দার আত্মার, তার অন্তরের, ক্বলবের বিকাশ এর জন্য আত্মিক পরিশুদ্ধতার জন্য বান্দার আখিরাতের সফলতার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এ ধরনের রিযিকের ব্যবস্থা করেন মহান রব।
যেমন:

√ ইমান ও হিদায়াত
√ ইলম (জ্ঞান), হিকমাহ
√ ইখলাস (নিষ্কলুষ নিয়ত)
√ তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা)
√ তাকওয়া (আল্লাহভীতি)
√ ধৈর্য, সবরে জামিল

√ কৃতজ্ঞতা, শান্তি, ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তাআলা সূরা আন-আমের **১২৫** নম্বর আয়াতে
ইরশাদ করেন: "আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত দেন,
সে-ই প্রকৃত পথ প্রাপ্ত।”

অর্থ্যাৎ, জ্ঞান, ইলম, ইমান ও ইখলাসও রিযিক — তবে এটি বাহ্যিক নয় অন্তরের খাদ্য!

• নির্ধারিত রিযিক ও উপার্জিত রিযিক:

(১) الرزق المقدور – রিযকুল মাকদূর (নির্ধারিত রিযিক)

এটি সেই রিযিক যা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা মানুষের জন্মের আগেই নির্ধারণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

> “যখন মানুষ মাতৃগর্ভে ৪০ দিন থাকে, তখন ফেরেশতা এসে বলে — ‘হে আল্লাহ, তার আয়ু, কাজ, রিযিক ও সে সুখী না দুঃখী হবে — তা লিখে দাও।’”
(সহীহ বুখারী ৩২০৮)

> “সন্তান জন্মের পূর্বেই মায়ের গর্ভে তার রিযিক লিপিবদ্ধ করা হয়।”
(সহীহ বুখারী: ৬৫৯৪)

— নির্ধারিত রিযিক আল্লাহ তাআলা পূর্ব থেকেই স্থির করে রেখেছেন।
— এটি পরিবর্তনযোগ্য নয়। অনেক সময় অপ্রত্যাশিতভাবে আসে (যেমন: দান, উপহার, সুযোগ, সাহায্য ইত্যাদি)।
— এটি আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ এবং অনেক সময় পরীক্ষা।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

> “তোমাদের রিযিক রয়েছে আসমানে এবং যা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।”
(সূরা যারিয়াত: ২২)

মাকদুর রিযিক আমাদের ইমানের গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি আমাদের শেখায়– রিযিকের মালিক আল্লাহ। আমাদের কাজ হলো পরিশ্রম করা, দুয়া করা এবং তার উপরে তাওয়াক্কুল করা।

(২) الرزق المكسوب – মাকসুব রিযিক (উপার্জিত রিযিক)

এটি সেই রিযিক যা মানুষ আল্লাহর দেওয়া শক্তি, জ্ঞান, সামর্থ্য ও সুযোগ ব্যবহার করে অর্জন করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“মানুষের জন্য সেইটুকুই রয়েছে, যা সে চেষ্টা করেছে।”
(সূরা নাজম: ৩৯)

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মানুষ তার চেষ্টা অনুযায়ী ফল পাবে — তবে সেই ফলও আল্লাহর জ্ঞান ও বিধানের বাইরে নয়।

উদাহরণ:
• শ্রমিক সারাদিন পরিশ্রম করে যে মজুরি অর্জন করে
• শিক্ষক যে বেতন পান
• কৃষক যে ফসল ফলায়
— এগুলোই মাকসুব রিযিক

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন:

রিযিক দুই প্রকার —
এক: যা তুমি অনুসন্ধান করো;
দুই: যা তোমাকে অনুসন্ধান করে।”
(আল-ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা ১৩৫)

অর্থাৎ, মাকসুব রিযিক তুমি পরিশ্রম করে পাও, আর মাকদুর রিযিক তোমাকে খুঁজে নেয়। বান্দা যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহর দেওয়া রিযিক তার কাছে পৌঁছবেই।

তাকদীর ও রিযিক

ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত ও বিশ্বাস হলো তাকদীর ও রিযিক।
রিযিক আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত এক একটি ভাগ্যের অংশ – যেখানে মানুষের জন্ম, মৃত্যু, সুখ দুঃখ নির্ধারিত, তেমনি তার রিযিকের সম্ভব্য বিষয়াবলি আল্লাহর ইলম বা লিখিত তাকদীরে নিশ্চিত।

কুরআন হাদীস ও সালাফগনের বর্ননা

পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিক আল্লাহর উপর নির্ভরশীল নয়
গাছের ভিতরকার কীট, গাছের পোকা, সমুদ্রের অতল গভীরে লুক্কায়িত নাম না জানা প্রাণীকুল থেকে শুরু করে এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ নেন নি।
সূরা হূদের ৬ নং আয়াত দ্বারা এটি প্রতীয়মান হয় যে প্রতিটি জীবের রিযিক সুনির্ধারিত ও নির্দিষ্ট। এটি আল্লাহর তাকদীরেরই প্রকাশ।

সহীহ মুসলিম (২৬৪৩) হাদীসে আছে, নবী কারীম ﷺ বলেন-
"তোমাদের প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে চল্লিশ দিন নুতফা (বীজ) তারপর ৪০ দিন আলাকা তারপর ৪০ দিন মুগদা অবস্থায় থাকে। এরপর ফেরেশতা এসে ৪ টি বিষয় লিখে দেয়।
১) রিযিক
২) আমল
৩) জীবনের সময়সীমা
৪) সে সুখী নাকি দুঃখী
অর্থাৎ মানুষের রিযিক জন্মের আগেই আল্লাহর নির্দেশে লিখে দেওয়া হয় তাই এটি তাকদীরভুক্ত।
ইব্নু আব্বাস (রাঃ) বলেন; "রিযিক এমন কিছু যা তোমার কাছে আসবেই, তুমি চাইলেও তা ঠেকাতে পারবে না। (তাফরীরে ইবনে কাসীর, সূরা আলে ইমরান – ৩৭) অর্থাৎ, যেমন মৃত্যু নির্ধারিত, তেমন রিযিকও নির্ধারিত। কেউ তা বাড়াতে বা কমাতে পারে না—যদিও সে চেষ্টা করতে পারে।

তাকদীর + চেষ্টা উভয়ই জরুরি

ইসলাম বলে না যে, রিযিক যেহেতু লিখে দেওয়া আছে তাই বসে থাকো। বরং আল্লাহর নির্দেশ তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) অনুসন্ধান করো। (সূরা জুমুআ : ১০)

রিযিক নির্ধারিত হলেও তা অর্জনের ইচ্ছা, উপায়, হিসেবে চেষ্টা,পরিশ্রম, হালাল উপার্জন করতে হবে।

অন্যদিকে, তাকদীরে লেখা আছে এমন ধারণা নিয়ে কোন খারাপ কাজে আমরা ক্রুটি হতে পারি না। যেমন: একজন ব্যক্তিকে আমি একটা থাপ্পর দিলাম। তাকদীরে লেখা ছিল বলে আমি থাপ্পর দিয়েছি এ কথা বলে কি আমি পার পেয়ে যাব? তাহলে দুনিয়ার যাবতীয় বিচার ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে।

তাকদীরে লেখা আছে তাই আমি বাধ্য হয়ে করেছি – বিষয়টি মোটেও এমন নয়।

"তাকদীর মূলত মহান আল্লাহর জ্ঞান। আমাদের ইলম সীমিত তাই আমরা ভবিষ্যৎ জানি না। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান অসীম। তিনি আদি-অন্ত সব জানেন।"

রিযিকের অনুসন্ধান করা, আসবাবের আঞ্জাম দেয়া, হালাল পথে ইনকাম করা, ইখলাসের সাথে চেষ্টা করা বান্দার কর্তব্য। রিযিক নির্ধারিত আছে ভেবে ঘরে বসে থাকা বোকামির নামান্তর। মানুষ চেষ্টা করে যা পায় , তাই তার কামাই।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হালাল পথে ইনকাম করা, ও পরিশ্রম করার ফলে মানুষ যে শুধুমাত্র রিযিক প্রাপ্ত হয় তা-ই নয় বরং এতে করে সে পুরষ্কার কামাই করে। আল্লাহ তাআলা মানুষের নিয়ত দেখেন, চেষ্টা দেখেন। হালাল রুজি রোজগারের জন্য চেষ্টা করে যাওয়া মুমিনের কর্তব্য।

তাকদীরের দোহাই দিয়ে ঘরে অলস বসে থাকা যাবে না। কাজ করতে হবে।

কাজ শুরু করার পর আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে। এবং কাজ শেষে সবর করতে হবে।

কাজ+আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল+সবর = সফলতা।

"তাকদীর মহান আল্লাহর জ্ঞানের লিখিত রুপ। আমরা আমাদের স্বেচ্ছায় কাজ করি। কোন কিছু করার ক্ষেত্রে আমাদের ভালো মন্দের বুঝ কাজে লাগিয়ে সম্পন্ন করার ইখতিয়ার আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। আমরা আমাদের বিবেক দিয়ে ভালো মন্দ কাজ করি। এর ফল ভালো বা খারাপ হতে পারে। ইচ্ছার এই স্বাধীনতার কারণে ইহকালের বিচার হয়, পরকালেও বিচার হবে । মহান আল্লাহ্‌ আমাদের সুষ্ঠু বিবেক শক্তি দিয়েছেন, সাথে পাঠিয়েছেন আসমানী কিতাব ও নবী রসূলগণ। পরীক্ষার জন্য স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। সুতরাং তাকদীর আছে বলেই ঘরে বসে থাকা শুধু বোকামী নয়; বরং ইসলামের বিধানের সাথে ঠাট্টা।

রিযিক অর্জনের উপায়:

হালাল উপার্জন দুআ কবুলিয়তের অন্যতম শর্ত। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন ও নবীজি ﷺ হাদীসে বহুবার হালাল রুজির জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন।
কুরআনের নির্দেশে - আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল বাকারাহের (১৬৮) নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন "***হে মানুষ! "তোমরা পৃথিবীতে যা হালাল ও পবিত্র তা থেকে আহার করো, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।***

সূরা বাকারা অন্য আয়াত (২৬৭) এ বলেছেন " ***হে মুমিনগন। তোমরা তোমাদের উপার্জিত বস্তু এবং আমি যা তোমাদের জন্য জমিন থেকে উৎপন্ন করেছি, তার উত্তম অংশ ব্যয় করো। আল্লাহ পাক পুবিত্র: তাই তিনি পবিত্র ও হালাল উপার্জনকেই গ্রহণযোগ্য করেছেন।***

হাদীসের আলোকে:
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একজন মানুষ যদি হারাম খাদ্য দ্বারা লালিত হয় তবে তার দুয়া কবুল হয় না। (সহীহ মুসলিম ১০১৫)

আরো বলেছেন - হালাল রুজির সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ (আল বাইহাকি, শুআবুল ইমান ৫৩০৫) (হাদিসটি অর্থগতভাবে ঠিক থাকলেও সনদে একজন রাবী মাতরুক থাকায় হাদিসটির হুকুম জয়িফ জিদ্দান, যাহাবি, মিযানুল ই'তিদাল ১/৩৫)

সালাফুস সালেহীনদের কিছু সুন্দর ঘটনাঃ-

১. হযরত উমর ইবনুল খাওয়াব (রাঃ) খলিফা হওয়ার পরও তিনি প্রায়ই বাজারে যেতেন এবং ব্যবসায়ীদের উপদেশ দিতেন। একবার তিনি দেখতেন, এক ব্যক্তি অজ্ঞতার কারনে ভুলভাবে বিক্রি করছেন। তখন উমর (রাঃ) বলেছেন- যে ব্যক্তি আমাদের বাজারে ব্যবসা করবে সে যেন প্রথমে দীন (ব্যবসায়ে শররী বিধান) শেখে অন্যথায় সে সুদ খাবে, সে না চাইলেও। (তিরমিযি ও মুয়াত্তা মালিক, কিতাবুল বুয়ু মুয়াল্লাক)
তাই ব্যবসা করার আগে হালাল হারামের জ্ঞান জরুরি।

২. হযরত আবু বকর(রাঃ) --- তিনি খলিফা হওয়ার পরেও কিছুদিন ব্যবসা চালিয়ে যেতেন। সাহাবিরা বললেন আপনি তো এখন খলিফা তিনি উত্তর দিলেন--- " আমি যে কারো ওপর

বোঝা না হই, বরং নিজের হালাল উপার্জনে চলতে চাই। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ৮৩)
এ থেকে আমরা বুঝতে পারি-- নেতৃত্বের অবস্থানেও হালাল রুজির প্রতি আরোও বেশি যত্নশীল থাকা উচিত।

৩. হযরাত হাসান বসরী (রহঃ) এর ঘটনা:একবার একব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন " হে ইমাম, অল্প মজুরিতে কাজ করা কি লজ্জার? তিনি বলেন-- যে কাজ হালাল তা কখনোই লজ্জার নয়। লজ্জাহলো হারাম উপায়ে উপার্জন করা। (তামারুল উসূল, ইবনুল জাওযি, ১২৪)

৪. এক হালাল ব্যবসায়ী একবার দাসকে বললেন এই কাপড়ের ত্রুটি আছে, ক্রেতাকে জানিয়ে দিও। দাস সেটা জানাতে ভুলে যায়, ফলে কাপড়টি বেশি দামে বিক্রি হয়ে যায়। ব্যবসায়ী খবর পেয়ে পুরো টাকা দান করে দেন এবং বলেন- এই টাকায় বরকত নেই, কারণ আমি ত্রুটি গোপন করে লাভ করছি। ইত্যাদি হালাল উপার্জন শুধু টাকা পয়সার ব্যপার নয় ত্রুটি এক ধরনের ইবাদাত ও চরিত্রের পরিচয়। যে ব্যক্তি সততা পরিশ্রম ও ন্যায় নীতির মাধ্যমে উপার্জন করে, সে আল্লাহ্ তা আ'লার প্রিয় বান্দাদের অন্তভুক্ত।

রিযিক বৃদ্ধির উপায়:

১. তাকওয়া (আল্লাহভীতি)- তাকওয়া মানে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা এবং হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকা। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহভীরু হয়, আল্লাহ তার জন্য অদ্ভুতভাবে রিযিকের দরজা খুলে দেন। এমন উৎস হতে তার রিযিক আসে যা সে কল্পনা ও করতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা সূরা আত-ত্বলাকে (২-৩) নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন
"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ তৈরি করে দেন এবং তাকে এমন যায়গা থেকে রিযিক দেন, যা সে ধারণা করতে পারে না"
সুবহান আল্লাহ।কতই না দয়াবান তিনি।

২. ইস্তিগফার- যখন আমরা পাপ করি, তখন রিযিকের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আসতাগফিরুল্লাহ ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সে দরজা আবার খুলে দেন।

আল্লাহ তাআলা সূরা নূহ (১০-১২) নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন:
তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা চাও,
নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি
বর্ষণ করবেন, সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করবেন
এবং তোমাদের জন্য বাগান ও নদী প্রবাহিত
করবেন।
সুবহান আল্লাহ। কত অনুগ্রহ আমাদের
প্রতিপালকের। আলহামদুলিল্লাহ্।

৩. নামাজ ও ইবাদতে মনোনিবেশ করা
নামাজে শুধু আল্লাহর ইবাদত নয় বরং রিযিকের বরকতের চাবিকাঠি। যে পরিবারে নিয়মিত নামাজ আদায় হয় সেই ঘরে আল্লাহর রহমত ও বরকত নেমে আসে।

তুমি তোমার পরিবারকে সালাতের নির্দেশ দাও এবং নিজেও তা অবলম্বন করো ; আমরা তোমাকে রিযিক দেই।
(সূরা ত্ব-হা: ১৩২)

৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা:

হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, *'যে ব্যক্তি তার হায়াত বৃদ্ধি রিযিক বৃদ্ধি কামনা করে, সে যেন তার মা বাবার সঙ্গে উত্তম আচরণ করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলে।*
[ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল, মুসনাদ তৃতীয় খন্ড ২২৯পৃঃ)

সন্দেহ নেই—আত্মীয়তার বন্ধন সূচিত হয় মা বাবা থেকেই। সুতরাং তারাই সুআচরণ ও সেবা যত্নের প্রথম ও প্রধান হকদার। মা বাবাকে উপেক্ষা করে কোন আত্মীয়তা হয় না।

এও সত্য আত্মীয়তার এই তালিকায় যেমন মা বাবা আছেন তেমনি আছে ভাইবোন সহ আরো অনেকেই। জীবন বৃক্ষের শেকড়ের মতো এর শাখা প্রশাখা। এই আপন জনদের মাঝে সবল থাকে, থাকে দূর্বলও। সবল দূর্বল সকল প্রকার আত্মীয়দের হক আছে একে অপরের প্রতি। আত্মীয়তার সাথে ঝগড়া করা বা সম্পর্ক ছিন্ন করা রিযিকের বরকত নষ্ট করে। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় রাখা, খোজখবর নেওয়া, দেখা করা, সাহায্য করা এই সমস্ত কিছু রিযিক বৃদ্ধি করে।

৪. বিয়ে বয়ে আনে বরকত ও রহমত:

বিয়ে অর্থনৈতিক চাপ বয়ে আনে, এটা ঠিক নয়। বরং ইসলামের শিক্ষা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাছাড়া মহান আল্লাহ তা'লা তার এই সুন্দর পৃথিবীকে আবাদ রেখেছেন এবং রাখবেন তা তো মানুষের মাধ্যমেই। মানুষের অতৃপ্ত ও বিস্তৃতি বৈধ ও সভ্য পথ বিয়ে শাদি। আল্লাহ তালার বিধান মেনে কেউ যদি তার দুনিয়া আবাদে সচেষ্ট হয় আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করবেন- এটাই তো যৌক্তিক দাবি। আল্লাহ তাআলা সূরা নূরের ৩২ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন।
তোমাদের যারা সঙ্গীহীন (অবিবাহিত বা বিধবা) তাদের এবং তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদের বিয়ে দিয়ে দাও। তারা অভাব গ্রস্থ হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব মুক্ত করে দেবেন। আর আল্লাহ তো প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, *তোমরা নারীদের বিয়ে করো। তারা তোমাদের জন্য সম্পদ নিয়ে আসবে।* (আল্লামা হায়ছামী (রহঃ) কাশফুল আসতার ২য় খন্ড ৩২ পৃঃ, মাওকুফ)

অন্য একটি বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তালার সদয় কর্তব্য।

১. আল্লাহর পথের মুজাহিদ

2. মুকাতিব কৃতদাস যে তার মূল্য পরিশোধের সচেষ্ট।

3. চারিদিক পবিত্রতা রক্ষায় উদ্দেশ্যে বিবাহকারী।

(আল্লামা হায়ছামী (রহঃ) কাশফুল আসতার ২য় খন্ড মাওকুফ)

উমার ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু একদা বলেছেন " বিবাহের মাধ্যমে জীবিকা ও প্রাচুর্য অনুসন্ধান করে না এমন লোকের চাইতে অদ্ভুত লোক আমি আর কোথাও দেখি নি। অথচ আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যদি তারা অভাব অনটনে থাকে তাহলে তিনি তাদের বেহিসাব রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা ৮৩)

৫.হজ্জ ও ওমরাহ করা:

হজ্জের সর্বাধিক আলোচিত পুরস্কার হলো পাপমুক্তি।

হাদিসে এসেছে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, *'মকবুল হজের একমাত্র পুরস্কার জান্নাত'* (সহীহুল বুখারী, ১৭৭৩)

অন্য বর্ণনায় আছে,যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করবে, এবং তাতে অশ্লীল কথাবার্তা ও গোনাহ হতে বিরত থাকবে সে ওই দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসবে,যেদিন তার মা তাঁকে প্রসব করছিলেন

(সহীহুল বুখারী, ১৫২১)

অন্য আরেকটি বর্ণনা,' তোমরা বারবার হজ্জ ও ওমরা করো। কেননা হজ্জ-ওমরা অভাব ও পাপ মোচন করে যেভাবে হাপরের আগুন লোহা স্বর্ণ ও রুপার ময়লা দূর করে ফেলে।

(ইমাম তীরমিযী (রহঃ) জামে, হাদীস ৮১০)

তাছাড়া হজ ও ওমরাকারী দের মর্যাদা সর্ম্পকে হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস আছে,*হজ্জ ও ওমরাকারীগণ হলেন আল্লাহর দল। আল্লাহ তাআলা তাদের ডেকেছেন, 'তারা সাড়া দিয়েছেন। আর তারা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলা তাদের কে দান করেন ।*

[আল্লামা হায়ছামী (রহ) মাজমাউয যাওয়ায়েদ
হাদীস ৫২৮৮]

আল্লাহ তাআলার সঙ্গে হজ ও ওমরাকারীদের সম্পর্কের চরিত্র ফুটে উঠেছে এই হাদিসটিতে । আমরাও দেখি জগতে কত বিত্তবান, এ টাকা পয়সার উপরে গড়াগড়ি খায়, কিন্তু কাবা শরীফ দেখার কপাল হয়নি, কেন ? কারন মালিকের ডাক আসেনি।
তাই কপাল গুণে যার ডাক পড়ে সেই হাজির হতে পারে, মালিকের ঘরের ছায়ায় দাড়িয়ে তার ঘরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে ভিখারী বান্দা কি চাইবে কী প্রার্থনা করবে - তাও লেখা আছে হজের কিতাব গুলোতে।

বান্দা হজ ও উমরা করার মাধ্যমেও রিযিকে
বরকত পেতে পারে পারে। আজ পর্যন্ত কাউকে
শোনা যায়নি হজ উমরার পর তার অভাব
কাটেনি। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অনুগ্রহ।

৬. দান সদাকায় রিযিক প্রশস্ত হয়।

একটি হাদিসে প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন;
দান সদাকা করো আর রিজিক লুফে নাও।
(ইমাম বুখারী রহঃ সহীহ হাদিস : ১৯৪২)

যাকাত ও সদাকা সম্পদে বরকত আনে
যাকাত আমাদের পবিত্র ধর্মের একটি মৌলিক বিধান। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় যাকাত বয়ে আনে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা।
যাকাতকে কেন্দ্র করে অন্যান্য দান অনুদান নিয়ে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধির বহুমূখী কল্যাণ ধনী গরীব সকল নাগরিক কেই সুখী করে। যাকাতের এই অর্থনৈতিক সুফলকে যদি কল্যাণ ও বরকত বলি তাহলে সম্ভবত অযৌক্তিক হবে না। যদি আমরা মহান ররের কাছে জানতে চাই যাকাত এই পৃথিবীতে আমাকে কি দিবে,তাহলে মহান রব বলবেন "

يَمۡحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرۡبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيۡمٍ
اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ۚ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ

আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন আর দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।
—আল বাকারা ২৭৬- ২৭৭

আয়াতের দাবী ও বাণী নদীর জলের মতই সরল আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন আর দান কে বর্ধিত করেন। যাকাত ফরয দান আর অন্যান্য সদাকা নফল দান।

দান সদাকা এবং সৎ কাজে ব্যয় নিয়ে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে একটি অসাধারন হাদিস বর্ণিত হয়েছে,তিনি বলেন নবীজি ﷺ বলেন-

“একদা এক ব্যক্তি কোন এক জঙ্গলে ভ্রমণ করছিলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ মেঘখন্ড হতে তিনি এ আওয়াজ শুনতে পেলেন যে,‘অমুকের
বাগানে পানি দাও।' সঙ্গে সঙ্গে ঐ মেঘখন্ডটি একদিকে যেতে লাগল।
অতঃপর এক প্রস্তর পূর্ণ ভূমিতে বারিপাত করল। ঐ স্থানের নালা
সমূহের একটি নালা ঐ পানিতে সম্পূর্ণরূপে ভরে গেল। তখন সে
লোকটি পানির অনুসরণ করে চলল। যেতে যেতে সে এক ব্যক্তিকে
নিজ বাগানে দাড়ানো অবস্থায় কোদাল দিয়ে পানি ফিরাতে দেখতে পেল।এ দেখে সে তাকে বলল, 'হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নাম কি?' সে বলল, ‘আমার নাম অমুক।' মেঘ খণ্ডের মাঝে সে এই নামই শুনতে পেয়েছিল। অতঃপর বাগানের মালিক তাকে প্রশ্ন করল, ‘হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম জিজ্ঞেস করলে কেন?” জবাবে সে বলল, “যে
মেঘের এ পানি, এর মাঝে আমি এ আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, তোমার নাম নিয়ে বলছে যে, অমুকের বাগানে পানি দাও।' অতঃপর বলল,
‘তুমি এ (বাগানের ব্যাপারে) কি আমল কর?'
মালিক বলল, ‘যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করছ, (তাই বলছি) আমি এ বাগানের উৎপাদিত ফসলের প্রতি লক্ষ্য করি। অতঃপর এর এক-
তৃতীয়াংশ সাদাকা করি, এক তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার পরিজন আহার করি এবং এক তৃতীয়াংশ এতে ফিরিয়ে দিই
(চাষাবাদ ও বাগানের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করি)।”
(সহিহ মুসলিম:২৯৮৪)

৭. আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য থাকাও রিযিক বৃদ্ধির সহায়ক। মানুষের জীবনে রিযিক আল্লাহর দেওয়া একটি নির্ধারিত ও বরকতময় ব্যবস্থা। কেউ অল্প পায়, কেউ বেশি—কিন্তু সবার জন্যই এতে আল্লাহর হিকমত রয়েছে। ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে, রিযিক বৃদ্ধি ও বরকতের অন্যতম শক্তিশালী চাবিকাঠি হলো আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা (শোকর)।

কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা
কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন—

"***যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বাড়িয়ে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি অবশ্যই কঠোর।***"
— সূরা ইবরাহিম ১৪:৭

এ আয়াত প্রমাণ করে যে কৃতজ্ঞতা শুধু আধ্যাত্মিক অনুভূতি নয়, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বাড়তি অনুগ্রহ পাওয়ার একটি নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি।

কৃতজ্ঞতা কীভাবে রিযিক বাড়ায় ?

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয় মানুষ যখন তার পাওয়া নিয়ামতগুলোর জন্য আল্লাহকে স্মরণ করে এবং বলে "আলহামদুলিল্লাহ", তখন আল্লাহ তার বান্দার প্রতি আরও দয়ালু হন। সন্তুষ্টি বাড়লে রিযিকও বাড়ে।

২. অল্প রিযিকেও বরকত নেমে আসে
বরকত হলো এমন এক অসাধারণ দান—যেখানে সামান্য জিনিসও অনেক কাজে লাগে। কখনো দেখা যায় কারও আয় কম, কিন্তু সে সুখে থাকে; আবার কেউ বেশি আয়ে থেকেও শান্তি পায় না।বরকত আসে কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে।

৩. কৃতজ্ঞতা মানুষকে পরিশ্রমী করে তোলে। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ থাকে, তার মনে ইতিবাচক শক্তি জন্মায়। সে আল্লাহর উপর ভরসা করে আরো চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে—এ পরিশ্রমের মাধ্যমেও রিযিক বাড়ে।

৪. কৃতজ্ঞতা মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে
গুনাহ রিযিকের পথে বাধা। আর কৃতজ্ঞ ব্যক্তি গুনাহ থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে। ফলে রিযিকের দরজা সহজ হয়।

৮.পাপ থেকে দূরে থাকা:

ইবনে উমার (রাযি) বলেন, নবীজী ﷺ বলেছেন, অল্প রিযিকেও বরকত নেমে আসে বরকত হলো এমন এক অসাধারণ দান—যেখানে সামান্য জিনিসও অনেক কাজে লাগে। কখনো দেখা যায় কারও আয় কম, কিন্তু সে সুখে থাকে; আবার কেউ বেশি আয়ে থেকেও শান্তি পায় না। বরকত আসে কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে।
নবীজী ﷺ বলেন, হে মুজাহির গন তোমরা ৫টি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও-

১.যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পরে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তাছাড়া এমন কিছু ব্যাধির উদ্ভব হয় যা পূর্বেকার লোকদের মাঝে কখনোও দেখা যায় নি।

২.যখন কোন জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের
উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসীবত।

৩.যখন যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভু-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতোতাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না।

৪.যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়।

৫.যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করেনা এবং আল্লাহর নাযীলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০১৯)

৯.আখিরাত কে প্রাধান্য দেয়া:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন - “পার্থিব চিন্তা যাকে মোহগ্রস্ত করবে, আল্লাহ তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন, দরিদ্রতা তার নিত্যসংগী হবে এবং পার্থিব স্বার্থ ততটুকুই লাভ করতে পারবে, যতটুকু তার তকদীরে লিপিবদ্ধ আছে। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখেরাত, আল্লাহ তার সবকিছু সুষ্ঠু করে দিবেন, তার অন্তরকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করবেন এবং দুনিয়া স্বয়ং তার সামনে এসে হাযির হবে।” (সুনানে ইবনে মাজাহ ৪১০৫)

১০.ঘরে ঢুকতে সালাম:

এই যে শয়নে স্বপনে অশান্তি, অশান্তির অনলে দগ্ধ আজ আমাদের পরিবারগুলো, এই হলো তার রহস্য। আমরা দৃশ্যত খাবার টেবিলে বসি চারজন ছয়জন। যখন আল্লাহর নাম ছাড়া খেতে শুরু করি তখন ঘোষণা দিয়ে আমাদের সঙ্গে 'খাদনকর্মে' নেমে পড়ে মিস্টার ইবলিস ও তার সহযোদ্ধারা। ফলে খাদ্যের সব রকমের বরকত অকল্যাণ থেকে বঞ্চিত হই আমরা। আমাদের ক্ষুধা মেটে না, খাদ্যের সুফল পাই না। খাদ্যের জন্যে অস্থির হই আর খেয়ে অসুস্থ হই। এই বরকতহীনতা
সম্পর্কে দুটি চমৎকার ঘটনা বলি, হাদীসের ঘটনা-

হযরত উমাইয়া ইবনে মাখশী রা. বর্ণনা করেন, একবার হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে আছেন। সামনেই এক ব্যক্তি বসে খাচ্ছে। সে খাওয়ার শুরুতে আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়নি। কিন্তু যখন সর্বশেষ নলাটি মুখে তুলল, তখন বলল-
□□□□□ □□□□ □□□□ □□□
হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া শুনে হেসে ফেললেন,এবং বললেন--শয়তান তার সঙ্গে বসে অবিরাম খেয়ে যাচ্ছিল। যখন সে আল্লাহর নাম নিল শয়তান ভক্ষিত খাবারগুলো পর্যন্ত বমি করে দিল । (আল্লামা নববী রহ.আল আজকার,হাদীস ৫৭৭)

আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন হযরত আয়েশা (রা) তার ভাষায়-
একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ছয়জন সঙ্গীসহ খাচ্ছিলেন। এমন সময় এক গ্রাম্যলোক এসে দুই নলায় সব খাবার সাবার করে ফেলল । তখন হযরত রাসূলুল্লাহ বললেন সে যদি আল্লাহ তা আলার নাম নিয়ে খেত তবে তোমাদের সকলের পেট ভরত। (আল্লামা নববী রহ.আল আজকার হাদীস ৫৭৮)

সারকথা,যদি কেউ বাইরে থেকে ঘরে আসে তাহলে সে সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকবে, এতে করে পরিবারের সকলের মধ্যে ভালাবাসা সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। ঘরে শয়তান থাকতে পারবে না এবং খানা পিনায় বরকত হবে। প্রিয়তম নবীজী ﷺ তার ১০ বছরের খাদেম হযরত আনসার (রা.) কে এই আদব শিখিয়েছেন।

-

-

১১.হালাল রুজীর অন্বেষণ :

ইবাদত কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো হালাল গিজা। খাবার হালাল না হলে ইবাদত কবুল হয় না। হালাল উপার্জন অল্প হলেও বরকত বেশি থাকে। হারাম উপার্জন সাময়িকভাবে বেশি লাগলেও মন থাকে অশান্ত, জীবনে শান্তি ও স্থিরতা কম থাকে। হালাল রুজী বারাকাহ'র অন্যতম মাধ্যম।

রিযিক কমে যাওয়ার কারন:

১.অকৃতজ্ঞতা ও কৃপনতা:

আল্লাহর নেয়ামতের কদর না করলে রিযিক হ্রাস পায়। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, শোকরগুজার হওয়া, সমস্ত কাজ কর্ম আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা, আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য থাকাও রিযিক বৃদ্ধির সহায়ক।

আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দেব আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর। (সুরা ইবরাহিম আয়াত ০৭)

আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের কদর না করা, শোকরগুজার না হওয়া রিযিক সংকীর্ণ হবার কারন।

-

২.গুনাহ করা:

ইমাম ইবনুল কাইয়ুম রহঃ তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল জাওয়াবুল কাফী ' এর মধ্যে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

যার সারমর্ম হচ্ছে 'নিশ্চয় গুনাহ মানুষের বয়স,রিযিক,জ্ঞান,আমল,ও আল্লাহর অনুগত্যের বরকত কমিয়ে দেন।

এক বাক্যে বললে বলা যায়, গুনাহ মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কিছুর বরকত কমিয়ে দেয়। এই জন্যই যারা মহান আল্লাহর নাফরমানী করে আপনি তাদের জীবনে, দ্বীনে ও দুনিয়ায় সামান্য পরিমাণ বরকতও দেখতে পাবেন না।

আর যমীন থেকে যতটুকু বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তা মানুষের গুনাহের কারণেই উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বনকরতো, তবে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দ্বার খুলে দিতাম' (আ'রাফ, ৯৬)।

মহান আল্লাহ আরও বলেন,আর তারা যদি সঠিক পথে অবিচল থাকত তাহলে আমি তাদের প্রচুর পরিমাণে পানি পান করাতাম' (সুরা জিন, ১৬)।

নিশ্চয় মানুষ তার পাপের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। হাদীসে এসেছে, 'নিশ্চয় জিবরীল আমার অন্তরে ইলহাম করেছেন, কোনো আত্মা ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে না, যতক্ষণ না তার রিযিক্ সে পূর্ণ করে । অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং সুন্দরভাবে রিযিক অনুসন্ধান করো। কেননা মহান আল্লাহ্ নিকট যা রয়েছে তা তার আনুগত্য ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়'।

মহান আল্লাহ সুখ-শান্তিকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন তাঁর সন্তুষ্টি ও তাঁর আস্থা অর্জনের মধ্যে । অপরপক্ষে মহান আল্লাহ দুঃখ-কষ্টকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন তাঁর অসন্তুষ্টির মধ্যে। যেমন ইমাম আহমাদ তার কিতাবু যুহদে একটি আছার এনেছেন যাতে বলা হয়েছে, 'আমিই আল্লাহ! আমি যখন রাযী থাকি তখন বরকত দিই, আর যখন রাগান্বিত হই তখন অভিশাপ দিই । আর আমার অভিশাপ অধস্তন সাত পুরুষ পর্যন্ত ধরে ফেলে'। (বর্ণনাটি মাকতু, জয়িফ)
নিশ্চয় মহান আল্লাহর অবাধ্যতা জীবন ও রুযী থেকে বরকত কমে যাওয়ার কারণ । কেননা যারা মহান আল্লাহ্ অবাধ্যতা করে তাদের দায়িত্ব থাকে শয়তানের উপর। শয়তানই তাদের উপর রাজত্ব করে। সুতরাং প্রত্যেক যা কিছু শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত তাতে বরকত থাকে না।
এই জন্যই তো ইসলামী শরী'আতে খাওয়া, পান করা, পরিধান করা, আরোহন করা, এমনকি স্ত্রী সহবাসের পূর্বেও মহান আল্লাহর নাম স্মরণ করতে হয়। কেননা মহান আল্লাহ নাম শয়তানকে তাড়িয়ে দেন, যার ফলে বরকত লাভ করা যায়। আর প্রত্যেক যে কাজে মহান আল্লাহর নাম থাকে না, তাতে বরকত থাকেনা।
কেননা যাবতীয় বরকতের একমাত্র উৎস মহান আল্লাহ। প্রত্যেক যা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত তাঁ বরকতময়। সুতরাং তিনি এবং তার সাথে সম্পর্ক ব্যতীত কোনো বরকত নাই। তাঁর সাথে সম্পৃক্ত মানে ইবাদত ও আনুগত্যের সম্পর্ক। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিজীবের সম্পর্ক নয়। কেননা এই সম্পর্ক ইবলীসের সাথেও আছে তবুও সে অভিশপ্ত। কেননা সে মহান আল্লাহর সৃষ্টিজীব হলেও মহান আল্লাহ্ সাথে তার কোনো ইবাদত ও আনুগত্যের সম্পর্ক নাই। সুতরাং প্রত্যেক যে ব্যক্তি ইবাদত ও আনুগত্য দিয়ে আল্লাহর যত নিকটে যেতে পারবে, সে বরকত তত বেশি পাবে।
আর যে আল্লাহর অবাধ্যতা দিয়ে আল্লাহ থেকে যত দূরে চলে যাবে, সে বরকত তত কম পাবে ।
মহান আল্লাহ তাঁর শত্রু ইবলীসকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং ইবলীসকে তাঁর নিকট থেকে সবচেয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যে ইবলীসের রাস্তা যত বেশি অবলম্বন করবে, সে মহান আল্লাহ থেকে তত বেশি দূরে চলে যাবে (ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ৮৫)।

৩.পিতা-মাতার অবাধ্যতা

আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'পৃথিবীতে দুটি পাপ এমন রয়েছে যার জন্য পরকালে জমা রাখা শাস্তির পাশাপাশি দুনিয়াতেও শাস্তি প্রদান করা হয়ে

থাকে। আর তা হলো, যিনা ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা' (আবু দাউদ, হা/৪৯০২; তিরমিযী,হা/২৫১১)

পিতা-মাতার খিদমতে যেমন রিযিক বাড়ে ঠিক তেমন পিতা-মাতার অবাধ্যতায় রিযিক কমে যায়। পিতা-মাতাকে কষ্ট দিলে তাদের মুখ থেকে যে 'উহ্' শব্দ বের হয়, তারা মুখ বুজে তাদের বুকে পাথর চাপা দিয়ে যে কষ্টকে লুকিয়ে রাখেন, সেই কষ্ট ও উহ্ শব্দই সরাসরি আরশে পৌঁছে যায় ।

এমনকি অতি পরহেযগার অতি ইবাদতগুয়ার হওয়ার পরও শুধুমাত্র পিতা-মাতার অন্তর থেকে বের হওয়া বদদু'আর কারণে আপনার জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বনী ইসরাঈলের জুরাইজের ঘটনা। জুরাইজ অনেক ইবাদতগুযার ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিল। তার গীর্জায় বসে সে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকত। তার মা তাকে পরপর তিন দিন ডাকতে এসে তাকে সালাতরত অবস্থায় পায়। সে মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে নিজের সালাতেই মগ্ন থাকে। তখন তার মা বদদু'আ করে বলে, 'হে আল্লাহ তার মৃত্যু দিয়ো না যতক্ষণ না সে পতিতালয়ের মহিলার মুখ না দেখে'। অতঃপর পতিতালয়ের একজন সুন্দরী মহিলা জুরাইজকে এসে খারাপ কাজের প্রস্তাব দেয়। জুরাইজ তাতে রাজী না হলে সে পাশের একজন রাখালকে নিজের মায়ার জালে আটকে তার সাথে যিনায় লিপ্ত হয়। যখন তার বাচ্চা প্রসব হয় তখন সে বলে, এই বাচ্চা জুরাইজের। তার এই মন্তব্য শুনে মানুষজন ক্ষিপ্ত হয়ে জুরাইজের ইবাদতঘর ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় । জুরাইজ তাদের জিজ্ঞেস করে কী কাহিনী? তারা বলে, তুমি এই মেয়ের সাথে যিনা করে এই বাচ্চার জন্ম দিয়েছ। জুরাইজ বলল, বাচ্চাটি কোথায়? বাচ্চাটিকে আনা হলে জুরাইজ সালাতের জন্য সময় চাইল। অতঃপর সালাত আদায় করে এসে সে বাচ্চাটির পেটে আঘাত দিয়ে বলল, এই বাচ্চা বলো, তোমার পিতা কে? বাচ্চাটি বলল, উমুক রাখাল । জনগণ তখন জুরাইজের কাছে ক্ষমা চেয়ে পুনরায় তাকে তার ইবাদতঘর স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করে দিতে চাইল'। (ছহীহ বুখারী, হা/১২০৬; ছহীহ মুসলিম,
হা/২৫৫০)।

উক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয়, অতি পরহেযগার হওয়ার পরও বাপ-মায়ের বদদু'আ কাজে লেগে যায়। তাই দুনিয়াবী শান্তি, সম্মান ও ধন-সম্পদে বরকতের জন্য পিতা-মাতার সন্তুষ্টি ও দু'আর কোনো বিকল্প নাই।

৪.যিনা:

-
যে সমস্ত পাপে রিযিক কমে যায় বা রিযিকে বরকত থাকে না তার মধ্যে অন্যতম পাপ হচ্ছে যিনা। যেমনটা পূর্বের হাদীসে আমরা দেখেছি। যিনা মহা অপরাধ, যা মহান আল্লাহকে রাগান্বিত করে দেয়। মহান আল্লাহর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে যখন তার কোনো বান্দা বা বান্দী যিনায় লিপ্ত হয়। মহান আল্লাহ সবচেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সত্তা। যিনার ফলে মানুষের হক নষ্ট করা হয়। নবজাতকের হক নষ্ট করা হয়। পরিবারকে ধ্বংস করা হয়। সমাজকে কলুষিত করা হয়।

এই জন্য প্রায় হাদীসেই রাসূল ﷺ বড় মহাপাপগুলোর মধ্যে যিনাকে গণ্য করেছেন। মহান আল্লাহ যিনার শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। এমনকি তিনি বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় কে গযব দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন যিনা ব্যভিচারের মহামারীর কারনে।
আস্তাগফিরুল্লাহ।

৫.সূদ:

পৃথিবীতে সম্পদ কমার অন্যতম কারণ হচ্ছে সূদ। সুদের কারণে অবশ্যই সম্পদ কমবে । সূদ গ্রহণ করলে ফক্বীর হতেই হবে। আজ হোক বা কাল।

সূদ গ্রহীতা নিজে ফক্বীর হোক অথবা তার সন্তান-সন্তুতি বা তার পৌত্র-প্রপৌত্র কোনো না কোনো এক জেনারেশন সূদের কারণে আল্লাহর গযবে ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে ফক্বীর হতে বাধ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন,
"***মহান আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন এবং দানকে বাড়িয়ে দেন। আর মহান আল্লাহ কোনো নাফরমান পাপিষ্ঠকে ভালোবাসেন না'*** (বাক্বারাহ, ২৭৬)

তিনি আরও বলেন"***তোমরা যদি সুদ পরিহার না কর, তাহলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও'*** (বাক্বারাহ, ২৭৯)।

৬.অপচয় :

আপনি অন্য কারও টাকায় জীবনযাপন করেন। ছাত্র মানুষ। স্বভাবতই আপনাকে হিসাব করে চলতে হয়। অপচয় করার কোনো সুযোগ থাকে না। কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে টাকা বেশি

হলেই কেন অপচয় করা শুরু করে দেন ? আপনি কিভুলে যান, আপনার মানিব্যাগে যে টাকা আছে সে টাকা মহান আল্লাহর? আপনার ব্যাংকে যে টাকা আছে সে টাকার মূল মালিক মহান আল্লাহ। তিনি আপনাকে দয়া করে দিয়েছেন। এটাও অন্যের দেওয়া টাকা। তাই হিসাব করে খরচ করুন। অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় খরচ মহান আল্লাহর ক্রোধের কারণ।
তিনি বলেন,
'আর অপচয় করো না। নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই" (ইসরা, ২৬-২৭)।

তিনি আরও বলেন,
'তোমরা খাও এবং পান করো। অপচয় করো না! নিশ্চয় মহান আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না' (আ'রাফ, ৩১)।

৭.নিয়ামতের অবমূল্যায়ন :

আপনি কোনো ধনী ব্যক্তিকে আপনার সাধ্য অনুযায়ী কিছু উপহার দিলেন, উপহারটা কম দামী দেখে তিনি তা ফেলে দিলেন। আপনার কেমন লাগবে? আপনার সন্তানের হাত থেকে একটা চকলেট পড়ে গেল, আপনি বড়লোকি ভাব দেখিয়ে চকলেটটি উঠালেন না। সন্তান উঠাতে গেলেও নিষেধ করলেন। আপনি কি জানেন, এই একটা চকলেট ক্রয় করার সাধ্য আপনার ছিল না যদি মহান আল্লাহ না চাইতেন। তাঁর দয়াতেই আপনি এই চকলেটটি আপনার সন্তানের জন্য কিনতে পেরেছেন। দুনিয়াতে এই রকম লাখো মানুষ আছে যাদের কাছে এই একটি চকলেটই জীবন বাঁচানোর সম্বল হতে পারত। সিরিয়া যান! অতদূর যাওয়ার দরকার নাই, ঘরের পাশের রোহিঙ্গাদের কাছে যান! তাও সাধ্য না হলে ঢাকার ডাস্টবিন ও ফুটপাথগুলোতে দৃষ্টি দিন! আপনাদের ফেলনা জিনিসগুলো একদল মানুষ কুকুরের সাথে মিলে অনুসন্ধান করছে। হায়! নে'মতের অবমূল্যায়ন করা মূলত অকৃতজ্ঞতা। অকৃতজ্ঞতা এক
প্রকার অহংকার । রাসূল ﷺ বলেন
"***যদি তোমাদের কারও নিকট থেকে লোকমা পড়ে যায় তাহলে সে যেন লোকমাতে লেগে থাকা ময়লা দূর করত তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য না ছাড়ে । যখন তোমাদের কেউ খাওয়া থেকে ফারেগ হয় তখন সে যেন আঙ্গুল চেটে খায়, কেননা সে জানে না কোন খাদ্যে বরকত আছে'*** *(মুসলিম, হা/২০৩৩)*।

ভাতের একটা দানা পড়ে গেলেও তা উঠিয়ে নেওয়া উচিত। এই একটা দানার পিছনে দুনিয়ার কত মানুষের পরিশ্রম আছে। নেয়ামতের মূল্যায়ন করা এক প্রকার কৃতজ্ঞতার অংশ।

এছাড়া আরোও অনেক কারন রয়েছে রিযিক কমে যাওয়ার, যার মাঝে– অহংকার, মিছে গৌরব করা,ফকীর মিসকিনের সাথে খারাপ ব্যবহার করা ইত্যাদি অন্যতম।

-

-

আধুনিক সময়ে রিযিকের বাস্তবায়ন:

নিচে কয়েকটি পয়েন্ট উল্লেখ করা হলো:

১.ওয়াকফ(Waqf):

ওয়াকফ অর্থ কোনো সম্পদকে আল্লাহর পথে স্থায়ীভাবে দান করা, যাতে তা বিক্রি, উত্তরাধিকার বা হস্তান্তর করা না যায়, বরং তা থেকে প্রাপ্ত সুফল সমাজকল্যানে ব্যবহার হয় এটি এক ধরনের স্থায়ী দান যা সমাজে শিক্ষা,স্বাস্থ্য, মসজিদ, এতিমখানা, দরিদ্র সহায়তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যানের অন্যতম স্তম্ভ ।

উমার (রাঃ) যখন খাইবারে জামি পান, তিনি প্রিয় নবী ﷺ এর অনুমতি নিয়ে তা ওয়াকফ করে দেন।

নবীজী ﷺ বলেন;

যাও, জমিটিকে স্থায়ী ভাবে দান করে দাও, যাতে মূল বিক্রি না হয় এবং তার ফলাফল আল্লাহরপথে ব্যয় হয়

(সহিহ বুঝারী হাদিস : ৭৭৩৭)

সহিহ মুসলিম এর **১৬৩১** নং হাদীসে আছে–

যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার সমস্ত
আসল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিস ছাড়া–
১.সদকায়ে জারিয়া
২. এমন জ্ঞান যা থেকে উপকার নেয়া হয়
৩.এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দুয়া করে।

২.সদাকা(Sadaqahi)

সদাকা মানে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ বা সাহায্য প্রদান। এটি রিযিক বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক। সদাকার দ্বারা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। এটির দ্বারা দারিদ্র বিমোচন, সমাজে সহানুভূতি, মানবিক বন্ধন জোরদার হয়।

যে ব্যক্তি আল্লাহের পথে এক দানা সেতুন সমপরিমানে সদাকা দেয়, আল্লাহ্‌ তা তার ডান হাতে গ্রহণ করেন এবং তা পাহাড় সমান করে দেন।
(সহিহ বুখারী হাদিস নং ১৪২০)

৩. যাকাত (Zakat):

যাকাত অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি।
এটি ইসলামের ৫টি স্তম্ভের একটি এবং ধনীদের উপর ফরজ দান। এতে রিযিক বৃদ্ধি পায়। এটি ধনীদের সম্পদকে পবিত্র করে এবং দরিদ্রদের মৌলিক চাহিদা পূর্ণ করে।

তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর যার মাধ্যমে তুমি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে
(সূরা আত তাওবা ১০৩)

রিযিকের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়া:

রিযিক শুধু দেহের খাদ্য নয়, আত্মার খাদ্যও বটে।
আল্লাহ পাক বলেন,
হে মানুষ! যা হালাল, পবিত্র, উৎকৃষ্ট বস্তু আছে তা খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
(সূরা বাকারা; ১৬৮)

এখানে পবিত্র শব্দটি শুধু বাহ্যিক অর্থে হালাল নয়, বরং আত্মাকে বিশুদ্ধ রাখে এমন রিযিক বোঝায়। রিজিকের উৎস ও ব্যবহারে সততা, ন্যায়, আল্লাহ ভীতি থাকলে তা অন্তরকে প্রসারিত করে হালাল উপার্জন আত্মার প্রশান্তির উৎস । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে, চুল এলোমেলো,ধুলোয় ঢাকা, সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, হে প্রভু হে প্রভূ! কিন্তু তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং সে হারাম দ্বারা

লালিত - তাহলে তার দুআ কীভাবে কবুল হবে? (সহীহ মুসলিম **১০১৫**)
হারাম রিযিক আত্মাকে অন্ধ করে দেয় আর আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে। বিপরীতে, হালাল উপার্জন আত্মাকে স্বচ্ছ করে, দুআ কবুলের পথ খুলে দেয়।

-

রিযিকের মাধ্যমে তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি অর্জনের ধাপ সমূহ:

১. নফস ও নিয়তের সংশোধন (إصلاح النية)

তাযকিয়ার সূচনা হয় নিয়ত থেকে।
রিযিক অর্জনের উদ্দেশ্য শুধু দুনিয়াবি স্বাচ্ছন্দ্য নয় — বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি, পরিবারকে হালাল পথে পালন, ও সমাজে কল্যাণ করা।

রাসুল ﷺ বলেন:
"*কাজের ফল নিয়তের ওপর নির্ভর করে।*"
(সহিহ বুখারি ০১)

অর্থাৎ, যদি উপার্জনের উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাহলে প্রতিটি পরিশ্রমই ইবাদত হয়ে যায়।

২. হালাল ও তয়্যিব (পবিত্র) উপার্জনের প্রচেষ্টা

আত্মা তখনই পবিত্র হয়, যখন দেহে হালাল খাদ্য প্রবেশ করে। হারাম বা সন্দেহজনক রিযিক আত্মাকে অন্ধকার করে ফেলে।

আল্লাহ বলেন:
"*হে নবীগণ! পবিত্র (তয়্যিব) বস্তু আহার কর এবং সৎকর্ম কর।*"
(সূরা আল-মু'মিনূন, ২৩:৫১)

হালাল উপার্জনের জন্য মিথ্যা, সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, অন্যায় বাণিজ্য থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।সন্দেহজনক আয় থেকেও বিরত থাকা আত্মাকে বিশুদ্ধ রাখে।

৩. উপার্জনে ন্যায়, সততা ও আমানতদারিতা

রিযিক তখনই বরকতময় হয়, যখন উপার্জনে সততা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়।
রাসুল ﷺ বলেন:
"*সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সঙ্গী হবে।*"
(তিরমিজি ১২০৯)

ব্যবসা বা চাকরিতে প্রতারণা, গাফিলতি বা অন্যের অধিকার নষ্ট করলে আত্মা দূষিত হয়। সততা বজায় রাখা একপ্রকার তাযকিয়া - যা মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রিয় করে তোলে।

৪. ব্যয় ও ভোগে সংযম ও পবিত্রতা

রিযিক উপার্জনের পর তা কীভাবে খরচ করা হচ্ছে, সেটিও আত্মশুদ্ধির অংশ।

আল্লাহ বলেন:
"*খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না — নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।*"
(সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৩১)

হারাম কাজে, অহংকারে বা বিলাসে ব্যয় আত্মাকে কলুষিত করে। সংযম, সাদাসিধে জীবন-যাপন, এবং অন্যের প্রয়োজনে ব্যয় — এগুলো আত্মাকে পবিত্র করে।

৫. দান, যাকাত ও ইনসাফের মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ করা

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"*তুমি তাদের সম্পদ থেকে দান গ্রহণ করো, যা দ্বারা তুমি তাদের পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করবে।*"
(সূরা আত-তাওবা, ৯:১০৩)

দান ও যাকাত শুধু সম্পদের নয়, আত্মারও পরিশুদ্ধি ঘটায়। দান হৃদয় থেকে লোভ, হিংসা ও আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করে।

৬. তাওয়াক্কুল ও সন্তুষ্টি (রিযা বিল কদর)

হালাল রিযিকের জন্য পরিশ্রমের পর আল্লাহর তাওয়াক্কুল বা ভরসা রাখা — তাযকিয়ার এক গভীর স্তর।
রাসুল ﷺ বলেন:
"*যদি তোমরা আল্লাহর ওপর যথাযথ তাওয়াক্কুল করতে, তবে তিনি তোমাদেরকে এমন রিযিক দিতেন যেমন তিনি পাখিদের দেন— তারা সকালে ক্ষুধার্ত বের হয়, সন্ধ্যায় পরিপূর্ণ ফিরে আসে।*"
(তিরমিজি ২৩৪৪)

নিজের প্রচেষ্টা শেষে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা আত্মাকে শান্ত করে। এটি অহংকার ও উদ্বেগ দূর করে, আত্মাকে প্রশান্ত রাখে।

৭. রিযিকের কৃতজ্ঞতা ও শোকর

প্রাপ্ত রিযিক যতই সামান্য হোক, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা তাযকিয়ার অন্যতম উপাদান।

আল্লাহ বলেন:
"*তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি তোমাদের আরও বৃদ্ধি করব।*"
(সূরা ইব্রাহিম, ১৪:৭)

কৃতজ্ঞতা আত্মাকে নম্র করে, অহংকার দূর করে। কৃতজ্ঞ মুমিনের রিযিকে বরকত আসে, আত্মা আলোকিত হয়।

কিছু প্রস্তাবনা:

হালাল রিযিক, ন্যায়বিচার ও তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে সমাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়। আজকের দিনেও মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক সমস্যা, অন্যায় বণ্টন, এবং আধ্যাত্মিক অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা অনুযায়ী, হালাল রিযিক, ন্যায়বিচারপূর্ণ অর্থব্যবস্থা, এবং আল্লাহর প্রতি ইখলাস ও তাওয়াক্কুল চর্চা করে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব।

এই প্রস্তাবনায় আমি তিনটি প্রধান দিক তুলে ধরবো, যেগুলি একসাথে কাজ করলে একটি সুসংহত, ন্যায়ভিত্তিক এবং আত্মিকভাবে স্থিতিশীল মুসলিম সমাজ গঠন সম্ভব। ইনশা আল্লাহ।

১. হালাল রিযিকের শিক্ষার প্রসার ঘটানোর দ্বারা সকলের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, একজন মুসলমানের জন্য হালাল উপার্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম মতাদর্শ অনুযায়ী, হালাল রুজি-অন্বেষণ "প্রত্যেক মুসলমানের ওপর অনিবার্য" কাজ।

✔ হালাল রিযিক অন্বেষণে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। হালাল উপার্জন শুধু অর্থ লভ্যাংশ নয়, বরং ইবাদত এবং নেক আমলের গ্রহণযোগ্যতার পূর্বশর্ত।

✔ মুসলিমদের মধ্যে হালাল রিযিকের গুরুত্ব এবং উপার্জনের পথ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষা প্রোগ্রাম তৈরি করা যেতে পারে (মাদ্রাসা, মসজিদ, কমিউনিটি সেমিনার)। এই শিক্ষায়, হালাল ও হারাম আয়ের পার্থক্য, রুজির উৎস, এবং শরই' নীতিগুলোর ব্যাখ্যা দিতে হবে।

✔ হালাল রিজিক-মডেল অনুসরণ করলে সমাজে বিশ্বাসযোগ্যতা, নৈতিকতা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ। কারণ হালাল আয়ের ধারণা ন্যায্য আয়ের বণ্টন ও দায়বদ্ধতা বিকাশে সহায়ক হয়। এর অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা রয়েছে যা দেখায় হালাল ইনকাম দেখতে কম হলেও এটিই মূলত বারাকাহ তে পরিপূর্ন।

২. ইসলামি অর্থব্যবস্থা ও ন্যায়বিচারের উন্নয়ন

ইসলামে সম্পদ শেয়ারিং, দান ও দায়িত্ববোধ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই গবেষণায় দেখা গেছে যে শারই আর্থিক প্র্যাকটিসগুলো (যেমন: যাকাত, সাদাকাহ, ওয়াকফ, কর্যে হাসানাহ) সামাজিক সমতা এবং কম দুর্বল অংশের উন্নয়নে কার্যকর।

হালাল উপার্জন এবং ইসলামের সম্পদবন্টনের নিয়মাবলী সাম্প্রদায়িক অসমতা ও দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক। গবেষণা বলে যে, হালাল আয়ের ধারণা অসম ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন কমাতে পারে।

ন্যায়বিচার ভিত্তিক ব্যবস্থা :

ইসলামি অর্থনীতি কেবল লাভের দিকে নয়, বরং ন্যায্যতা ও সমানাধিকারের দিকে মনোনিবেশ করে। সাম্প্রতিক গবেষণা দেখায় শারিয়াহ দৃষ্টিকোণ অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সমাজে বৈষম্য মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ:

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ব্যবসায়িক আদর্শ যেমন সততা, দান, এবং কম মুনাফা দৃষ্টিতে কাজ করা মূল্যবান। গবেষণা দেখায়, যারা শারই নীতিতে ব্যবসা চালায়, তারা মাত্রিক উপার্জন ছাড়াও অন্তরের শান্তি এবং দক্ষ সম্পর্কের বিকাশ পায়।

ন্যায়ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা গড়তে, কমিউনিটি-লেভেলে ও সেন্ট্রাল নীতি-পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়া উচিত। যেমন: সর্তকভাবে শারই অনুমোদিত ব্যাংক ও মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান গঠন, সামাজিক সচেতনতা ক্যাম্পেইন, এবং ন্যায্য কর ও দান ব্যবস্থার প্রসার।

৩. সমাজে ইখলাস ও তাওয়াক্কুলের চর্চা:

ইখলাস (সততা ও নিখাদ উদ্দেশ্য): ইখলাস অর্থ, কাজ এবং উদ্দেশ্যকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে মনোনিবেশ করানো। হাদীসসহ বিভিন্ন শিক্ষা রয়েছে যে, আমল (কর্ম) শুধুমাত্র নিকটতম উদ্দেশ্য (যেমন পারলোকিক পুরস্কার) নয়, বরং ইখলাস থাকতে হবে।

তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর নির্ভরতা) : ইসলামে তাওয়াক্কুলকে খুব গুরুত্বপূর্ণ গুণ হিসেবে দেখা হয়। অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ও অনিশ্চয়তার মুখে মানসিক স্থিতি দেয়ার জন্য এটি অপরিহার্য।

সামাজিক প্রভাব : একজন মানুষ যদি ইখলাস ও তাওয়াক্কুল-এর সঙ্গে তার কাজ (উপার্জন, দান, কাজ) করে, তাহলে সমাজে আত্মিক শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। মানুষ দুরাচার, বাধা ও চ্যালেঞ্জ দেখলেও আল্লাহর পরিকল্পনায় বিশ্বাস রেখে কাজ করে। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করে।

শিক্ষা ও প্রচার : মসজিদ, ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি গ্রুপগুলিতে ইখলাস এবং তাওয়াক্কুল বিষয়ক বক্তৃতা, কর্মশালা ও দূরসচেতনতা দেওয়া যেতে পারে। এটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে।

তারা শুধু মুনাফার দিকে নয়, বরং আল্লাহর কাছে সন্তুষ্টি এবং বিশ্বাসকে মূল্য দেবে।

ফলাফল : এক্ষেত্রে, এমন একটি সমাজ গড়ে উঠতে পারে যেখানে মানুষের মনোবলের ভিত্তি কেবল দুনিয়ার অর্জন নয়, বরং আত্মিক শান্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গির স্থিতি। এতে অন্যায় ও সামাজিক কলুষতা কমে যেতে পারে।

প্রস্তাবিত কার্যক্রম এবং স্ট্রাটেজি--

✔ *শিক্ষামূলক কার্যক্রম*

১.মসজিদ ও ইসলামিক স্কুলগুলিতে “হালাল রিযিক ও তাওয়াক্কুল” বিষয়ক সেমিনার ও ওয়ার্কশপ করা যেতে পারে।

২.অনলাইন কোর্স/ওয়েবিনার: যুব ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য হালাল অর্থনীতি ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি শেখানো।

৩.ইসলামিক শিক্ষাক্রমে পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করা (মাদ্রাসা, ইসলামিক স্কুল, কমিউনিটি কেন্দ্র)।

৪.ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো।

৫.আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুয়া করা।

ইত্যাদি।

✔ *নীতি ও কাঠামোগত উদ্যোগ*

১.ইসলামিক মাইক্রোফিন্যান্স আরম্ভ করা বা সম্প্রসারণ করা, যাতে দারিদ্র্যগ্রস্তদের জন্য বৈধ অর্থনৈতিক উপার্জন পথ তৈরি হয়।

২.শারঈ পন্থাভুক্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গঠন ও সমর্থন।

৩.সামাজিক সচেতনতা প্রচার, যেমন মিডিয়া, কমিউনিটি সভা : হালাল রিজিক, ন্যায়বিচার, এবং তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জনসাধারণকে জানানো।

৪.মুদারাবা মুশারাকার বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা।

৫. স্ব উদ্যোগ বা সাংগঠিকভাবে কর্যে হাসানাহ প্রজেক্ট চালু করা।

✔ *মূল্যবোধ বিকাশ ও প্রশিক্ষণ :*

১.নেতা ও ইমামদের প্রশিক্ষণ: ধর্মীয় নেতা হিসাবে তাদের ইখলাস ও তাওয়াক্কুল বিষয়ক দায়িত্ব স্পষ্ট করা।

২. কমিউনিটি /Foundation গঠন: স্থানীয় সংগঠন যা তাওয়াক্কুল-ভিত্তিক ব্যবসা, দান এবং সামাজিক প্রকল্পকে উৎসাহ দেবে।

৩.মূল্যায়ন ও মনিটরিং: প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচির প্রভাব পরিমাপ করার জন্য ফিডব্যাক মেকানিজম তৈরি করা।

প্রত্যাশিত ফলাফল হিসেবে--

১.মুসলিমদের মধ্যে হালাল রিজিক এবং ন্যায্য উপার্জন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে
২.অর্থনৈতিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার উন্নয়ন ঘটবে।
৩.আত্মিক ও মানসিক শান্তি যেমন; মানুষ আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে তাদের দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হবে।
৪.সমাজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ, যা দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ীত্ব তৈরি করবে। ইনশাআল্লাহ।

-

উপসংহার:

রিযিক এমন এক মহান ও রহস্যময় বরকত, যা মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরকে স্পর্শ করে- আর্থিক সচ্ছলতা থেকে মানসিক প্রশান্তি, পারিবারিক শান্তি থেকে আধ্যাত্মিক উন্নতি পর্যন্ত। এই গবেষণার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়েছে যে, রিযিক কেবল বস্তুগত উপার্জনের নাম নয়; বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত এক পরিপূর্ণ অনুগ্রহ, যা মানুষের পরিশ্রম, নৈতিকতা, তাওয়াক্কুল এবং তাকওয়ার সমন্বয়ে বাস্তব জীবনে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

গবেষণায় উপলব্ধ হয়েছে যে ইসলামী দৃষ্টিকোণে রিযিক লাভের মূল ভিত্তি হলো—বৈধ উপার্জন, সৎ চরিত্র, ন্যায়পরায়ণতা এবং মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ। মানুষের পরিশ্রম রিযিকের কারণ হলেও এর চূড়ান্ত নির্ধারক শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলা। সেই কারণে কাজ করার পরও মানুষের হৃদয়ে তাওয়াক্কুল থাকা অপরিহার্য—যা দ্বীনি সচেতনতার সঙ্গে পেশাগত নৈতিকতার একটি চমৎকার ভারসাম্য সৃষ্টি করে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক গবেষণার আলোকে দেখা যায় যে রিযিক কেবল ব্যক্তিগত প্রাপ্তির বিষয় নয়; এটি সামষ্টিক ন্যায়বিচার ও সমতার সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অন্যের হক নষ্ট করা, প্রতারণা, সুদ, শোষণ ও অন্যায়ের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ কখনোই প্রকৃত রিযিক নয়; বরং তা মানুষের অন্তর থেকে বরকত কেড়ে নেয়। বিপরীতে, সততা, ন্যায়, দান–সদকা এবং মানবিক সহমর্মিতা রিযিককে শুধু বৃদ্ধি করে না, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে একটি স্থায়ী ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

রিযিকের প্রাচুর্য বা স্বল্পতা উভয়ই মানুষের জন্য পরীক্ষা—কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্যের মাধ্যমে মানুষ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তার রিযিকে বরকত স্থায়ী হয়। আধুনিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে ইসলামী রিযিক তত্ত্বের মিল খুঁজে পাওয়া গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, যা প্রমাণ করে যে রিযিকের ধারণা শুধু ধর্মীয় ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্যও এটি অত্যন্ত কার্যকর একটি দিকনির্দেশনা।

এই গবেষণা রিযিকের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপাদানগুলিকে এক আলোচনার কাঠামোর মধ্যে এনে একটি সমন্বিত চিত্র উপস্থাপন করেছে। ভবিষ্যৎ গবেষণায় রিযিকের সঙ্গে সমসাময়িক অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক আরও বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করার সুযোগ রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত বলা যায়—রিযিক আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি মহামূল্যবান নেয়ামত, আর তার বরকত নির্ভর করে মানুষের পরিশ্রম, নৈতিকতা, কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা অবলম্বনের উপর। এ উপলব্ধি একজন মানুষকে শুধু রিযিকে সমৃদ্ধ করে না; বরং তার চরিত্র, সমাজ ও ভবিষ্যৎকেও আলোকিত করে।

আলহামদুলিল্লাহ, এই গবেষণাকে সমাপ্ত করার তাওফিক দেওয়ার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।
হে আল্লাহ! আমাদের রিযিক হালাল, পবিত্র ও বরকতময় করে দাও। আমিন

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا، وَعِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
অর্থ : ‘হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট পবিত্র রিযিক্ব, উপকারী জ্ঞান ও মাকবুল আমল চাই' (শু'আবুল ঈমান, হা/১৭৮২)।

আর আমাদের নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা ﷺ-এর উপর রহমত, শান্তি ও দরুদ বর্ষিত হোক—
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ।

Reference/তথ্যপুঞ্জি

১.মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন,(২০২৫),ইসলামে জীবিকার সমাধান, ঢাকা,উমেদ প্রকাশনী

২.আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক,(২০২১),রিযিক্ব,(রাজশাহী) তুবা পাবলিকেশন

৩.কায়সার আহমাদ,(২০২১),রিযক হালাল উপার্জন, ঢাকা,মুসলিম ভিলেজ।

৪.ইমাম মুহাম্মদ শায়বানি;শাইখ জিয়াউর রহমান মুন্সী,(২০১৯),জীবিকার খোঁজে,(ঢাকা),মাকতাবুল বায়ান।

৫.তাফসির

৬.গুগল,চ্যাটজিটিপি,অন্যান্য আর্টিকেল।